ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঢাবিতে গণবিক্ষোভ

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিনিধি

০৬ সেপ্টেম্বর,
২০২৪ ২২:০৯

শেয়ার

অ +

অ -

ছবি : কালের কণ্ঠ

বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় 'জুলাই

গণ-অভ্যুত্থান ফোরাম’-এর আয়োজনে এই প্রতিবাদ ও গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তারা গত বুধবার সীমান্তে ঘটে যাওয়া স্বর্ণা দাস হত্যার প্রতিবাদ জানান। এ ছাড়া সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক সব হত্যার বিচারের দাবি করেন।

বক্তারা সাম্রাজ্যবাদী ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দিল্লি ও ঢাকার জনতাকে একত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বক্তারা জানান, বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে ভারত বাংলাদেশের জনগণের জন্য মরণফাঁদ তৈরি করেছে। তারা বলেন, ভারতীয় জনগণের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের কোনো বিরোধ নেই, তাদের বিরোধ ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে প্রতিবেশীর মতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

ভারত সরকার যাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে নাক না গলায়, তারা যেন তাদের দেশের আন্দোলন সামলায়। বাংলাদেশ আর ভারতীয় আধিপত্য মানবে না।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ফোরামের অন্যতম সংগঠক তুহিন খান বলেন, ‘২০২২ সালের জানুয়ারিতে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বর্ডারে যত না খুন হয়েছে তার চেয়ে বেশি খুন হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ বর্ডারে।’ তিনি বক্তব্যে শহীদ আবরারের কথাও স্মরণ করেন।

তিনি ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি এ আহ্বান রাখেন যে তারা যেন হাসিনাকে তাদের ট্যাক্সের টাকায় না পোষেন। এ ছাড়া তিনি ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সমতাভিত্তিক টেকসই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেন। পাশাপাশি তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, সার্ক যাতে আবার সক্রিয় হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল রাজু ভাস্কর্য থেকে শহীদ মিনার ও দোয়েল চত্বর হয়ে আবার রাজু ভাস্কর্যে এসে শেষ হয়।